বিষয়বস্তুঃ নবীজির মৌলিক ৪টি হাদীস

যুল কা'দাহ মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২২ যুল কা'দাহ ১৪৪৫ হিজরী, ৩১ মে ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৪৬

نَحْمَدُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلٰى سَيِّدِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى وَاٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمّابَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ যুল কাদাহ মাসের ২২ তারিখ,চতুর্থ জুমুআ। আজ আমরা ৪টি এমন হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করব, যা ইসলামের মূল বিষয়কে বেষ্টন করে আছে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়াতের জন্য যেমন কুরআন নাযিল করেছেন, তেমনি কুরআনের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করার জন্যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মনোনীত করেছেন। তাই কুরআনের হুকুম মেনে চলা আমাদের জন্য যেমন জরুরী, অনুরুপ ভাবে,

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ-পন্থা ও হুকুম-আহকাম মেনে চলা আমাদের জন্য জরুরী। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা আনফালের ২০ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মেনে চল এবং শোনার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।"

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যেমন নিজের আদেশ মেনে চলতে বলেছেন, অনুরূপ ভাবে, তাঁর রসূলের আদেশও মেনে চলতে বলেছেন। আর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, মৌলিকভাবে তা ৪ প্রকার।

(১) ইবাদত। (২) আখলাক-চরিত্র। (৩) লেনদেন। (৪) পারস্পারিক সম্পর্ক।

বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবূ দাঊদ (রহ) ৫ লাখ হাদীসের হাফিয ছিলেন। তিনি সেই ৫ লাখ হাদীস থেকে ৪৮০০ হাদীস নির্বাচিত করে একটি কিতাব লিখেছেন, যা 'সুনানে আবূ দাঊদ' নামে পরিচিত। আমরা জানি, হাদীস

শাস্ত্রে বিখ্যাত ৬টি কিতাব রয়েছে, যা 'সিহাহ্ সিত্তা' নামে পরিচিত। এ ৬টি কিতাবের মধ্যে 'সুনানে আবূ দাঊদ' একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

ঈমাম আবূ দাঊদ (রহ) তাঁর কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেনঃ "আমি ৫ লক্ষ হাদীস মুখস্ত করেছি এবং তার মধ্য থেকে ৪৮০০ হাদীস আমার এ কিতাবে জমা করেছি। এর মধ্যে মানুষের দ্বীনের ব্যাপারে ৪ টি হাদীস যথেষ্ট। " অর্থাৎ, যদি কেউ এ ৪ টি হাদীসের দাবী অনুযায়ী জীবন-যাপন করে, তবে সম্পূর্ণ শরীয়ত তথা ইবাদত, আখলাক-চরিত্র, লেনদেন ও পারস্পরিক সম্পর্ক সবকিছু তার জীবনে চলে আসবে। তাই আসুন, আমরা সেই চারটি হাদীস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা জেনে রাখি।

প্রথম হাদীসঃ হযরত উমার (রযি) মিম্বরে বসে বলেছিলেনঃ

আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"নিশ্চয়ই প্রতিটি কাজ নিয়্যত অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর

প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যত করবে, তা-ই পাবে।”

শ্রোতামণ্ডলী ! এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, প্রত্যেক আমলের আগে আমাদের নিয়্যত শুদ্ধ করতে হবে। আমরা যে ইবাদত-উপাসনা করে থাকি, তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করতে হবে। যদি আমরা কোন ইবাদত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করি, লোকে আমাকে ভালো বলবে, ইবাদতকারী বলবে, তাহলে সেই ইবাদতের কোন সাওয়াব আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে না। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করাকে বলা হয় ‘শির্কে খফী’ অর্থাৎ গোপন শির্ক।

নামায-রোযা, দান-সাদাকা ইত্যাদি যে কোন ইবাদত যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, যারা অন্যদের দেখানোর জন্যে ইবাদত করেছিল, তারা তাদের কাছ থেকে প্রতিদান নিয়ে নিক যাদের জন্য তারা আমল করেছিল।

এখানে আর একটি কথা মনে রাখবেন, কোন আমলের সাওয়াব পাওয়া ও না পাওয়া যেমন নিয়্যতের উপর নির্ভর করে,

অনুরূপ ভাবে, আগে ভাগে কোন আমলের নিয়্যত করা ও নিয়্যত না করার উপর নেক আমলের তাওফীক নির্ভর করে।

উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি দিনে দুই বা তিন'ওয়াক্ত নামায পড়ে, সে যদি নিয়্যত করে যে, আমি এবার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ব, ইনশা আল্লাহ তার পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের তাওফীক হবে। যদি কখনো কোন নামায ছেড়ে যায়, তবে তা আদায় করার চেষ্টা করবে। অনুরুপ ভাবে, আমরা প্রত্যেকেই দৈনিক যে পরিমান নামায, তওবা-ইস্তেগফার, কালিমা-কালাম ও দুআ-দরূদ ইত্যাদি পড়ি, যদি আমরা তার থেকে বেশি পরিমাণ এসব আমল করার নিয়্যত করি, তবে দেখবেন, ইনশা আল্লাহ! বেশি আমল করার তাওফীক মিলবে।

দ্বিতীয় হাদীসঃ সুনানে তিরমিযীর ২৩১৭ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবূ হুরাইরা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

"মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য এই যে, অনর্থক বিষয়

পরিহার করবে। ” অর্থাৎ, যদি কেউ ভাল মু’মিন হতে চায়, তার উচিত যে সে এমন সব কথা বা কাজ পরিহার করবে, যাতে দুনিয়া ও আখেরতের কোন উপকার নেই। আমাদের মধ্যে অনেকে এমন
আছে, যারা গীবত-পরনিন্দা, অনর্থক গল্প-গুজব ইত্যাদিতে সময় নষ্ট করে। যেন তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্য তারা জানে না। মনে হয় তাদের কাছে তাদের জীবনের কোন মূল্যই নেই। যদি থাকতো, তবে এভাবে তারা সময় নষ্ট করতো না।

সর্বদা আমাদেরকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা সকলে পরকালের যাত্রী। আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁকে সন্তুষ্ট করে পরকালে আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়া। আমাদের জীবনের যে সময়গুলো অতিবাহিত হয়ে গেছে, তা আমরা বলতে পারি। কিন্তু আগামীতে আমারা কে কতটা আয়ু পাবো, কতদিন জীবিত থাকবো, তা কেউ বলতে পারি না। যত দিন অতিবাহিত হচ্ছে, আমরা পরকালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

সঠিক মানুষ হতে গেলে জীবনে অনেক কাজ আছে, আছে অনেক দায়-দায়িত্ব। যারা অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করে, তারা জরুরী কাজের জন্য সময় কম পাবে। যার কারণে সেসব কাজে ঘাটতি হবে। তাছাড় যারা অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করে, সমাজের লোকেরাও তাদেরকে ভাল নযরে দেখে না। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হল, সময়ের মূল্যায়ন করে ভালো কাজ করা এবং অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা।

যাতে আমরা অনর্থক কাজ-কর্ম পরিহার করে জীবনের মূল উদ্দেশের দিকে মনোনিবেশ করতে পারি, সেদিকে লক্ষ্য করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে দ্বারা নিজ উম্মকে অমূল্য উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে অনর্থক কাজ-কর্ম পরিহার করে চলার তওফীক দান করুন, আমীন।

তৃতীয় হাদীসঃ সহীহ মুসলিমের ১৫৯৯ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“হালাল স্পষ্ট পরিস্কার, হারামও হারামও স্পষ্ট পরিস্কার। তবে উভয়ের মাঝামাঝি কিছু বিষয় বস্তু সন্দেহ ভাজন রয়েছে। যে এই সন্দেহ ভাজন বিষয় বস্তুকে পরিহার করে চলবে, সে নিজের দ্বীন-ধর্ম রক্ষা করতে পারবে। আর যে ব্যক্তি এই সন্দেহ ভাজন বিষয়ে পতিত হবে, সে হারামে পতিত হবে। ”

সুধীবৃন্দ ! আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালাল জিনিসগুলোকে স্পষ্ট করে বয়ান করে দিয়েছেন। যেমন শস্য, তরি-তরকারি, শাক-সব্জি, ফল-মূল ও হালাল পশুর গোশ্ত ইত্যাদি এবং এমন সব কথা বা কাজ, যেগুলোর জাইয হওয়াটা আমরা প্রত্যেকেই জানি। আর কিছু কিছু জিনিস এমন আছে, যা হারাম হওয়া প্রত্যেক মুসলিম জানে। যেমন, মদ, শুকর ও মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া, অনুরূপ, ভাবে সুদ খাওয়া, মিত্যা কথা, গীবত ও যুলুম অত্যাচার করা ইত্যাদি।

আর কিছু বিষয় এমন আছে, যে সম্পর্কে শরীয়তে স্পষ্ট কোন হুকুম বয়ান করা হয় নি। তাই সে গুলো হালাল না হারাম তা অনেকেই জানে না। এমন বিষয়

সম্পর্কে শরীয়তের আদেশ এই যে, বিজ্ঞ আলিমদের কাছ থেকে সে সম্পর্কে জ্ঞান হাসেল করতে হবে। আর যে বিষয়ে সন্দেহ হবে তা পরিত্যাগ করতে হবে।

চতুর্থ হাদীসঃ সহীহ বুখারীর ১৩ নম্বর হাদীসে সাহাবী আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্ললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“যতক্ষণ না তোমার ভায়ের জন্য তুমি তাই পছন্দ করেছ, যা নিজের জন্য পছন্দ কর,ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মু’মিন হতে পারবে না।”

ভাই সকল ! আমরা নবীজির সংক্ষিপ্ত এ হাদীসটি নিয়ে যদি চিন্তা করি, তাহলে বুঝতে পারবো যে, এ অল্প বাক্যের মধ্যে বিশ্ব শান্তি লুকিয়ে আছে। হাদীসের অর্থ হল, তোমরা প্রত্যকেই যেমন এ কামনা কর যে, কেউ যেন তোমাদের অপমান না করে, তোমাদের মান-সম্মানের উপর আক্রমণ না করে, তোমাদের জান-মালের উপর আঘাত না হানে, তোমাদের অর্থ-সম্পদ, বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ না করে, তোমাদের নিন্দা-মন্দ না করে, তোমাদের নামে মিথ্যা

অপবাদ না দেয়, বিপদাপদে লোকেরা যেন তোমাদের সাহায্য করে, তেমনি ভাবে তোমাদের ভাই-বন্ধুদের জন্যেও এসব জিনিস কামনা করবে এবং তাদের প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার করবে না।

প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি যদি এমন ভাল মন-মানসিকতা রাখে, তবে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে না। হিংসা বিদ্বেষ, রেষা-রেষি, স্বার্থপরতা সমাজে শিকড় গাড়তে পারে না। আর এই মহান মানসিকতা যার মধ্যে নেই, সে ব্যক্তি সঠিক অর্থে মু'মিন-মুসলিম হতে পারে না।

এই হাদীসটির উপর আমাদের কতটা আমল আছে, তা ভেবে দেখা জরুরী। কেননা, এই হাসীসের উপর আমল করার প্রতি আমাদের ঈমানের পূর্ণতা নির্ভর করে। নবীজির এ হাদীসের প্রতি আমল না হওয়ার কারণে, আজ সমাজের মধ্যে যে অশান্তি, চুরি-ডকাতি, হিংসা বিদ্বেষ, মারামারি, হত্যা কাণ্ড বেড়েই চলেছে।

যে চারটি হাদীস সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম, আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি আমাদের সকলকে এসব হাদীসের উপর আমল করার তওফীক দান করুন।

আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী

(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)

প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ

হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল